ড্রাগন ফলের রাজধানী মহেশপুরের গৌরীনাথপুরে প্রতিদিন বিক্রি কোটি টাকা

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার গৌরীনাথপুর বাজার এখন দেশের অন্যতম বৃহৎ ড্রাগন ফলের পাইকারি বিপণনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ‘ড্রাগনের রাজধানী’ হিসেবে পরিচিত এ বাজারে মৌসুমজুড়ে প্রতিদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত চলে জমজমাট বেচাকেনা। জেলার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা কৃষকদের উৎপাদিত ড্রাগন ফল বিক্রি হয় এই বাজারে। বর্তমানে প্রতিদিন কয়েক কোটি টাকার ফল বিক্রি হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে বড় বাজার গড়ে ওঠায় ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন কৃষক।

সরেজমিনে গৌরীনাথপুর বাজারে গিয়ে দেখা যায়, বাজারজুড়ে সারি সারি আড়তে লাল, গোলাপি ও হলুদ রঙের ড্রাগন ফলের স্তূপ। ভোর থেকেই কৃষকেরা ভ্যান, পিকআপ ও ট্রাকযোগে ফল নিয়ে আসছেন। আড়তগুলোতে চলছে বাছাই, ওজন ও প্যাকেটজাত করার ব্যস্ততা। এরপর দেশের বিভিন্ন জেলায় ট্রাকযোগে পাঠানো হচ্ছে এসব ফল।

ব্যবসায়ীরা জানান, বর্তমানে বাজারে প্রায় ১০০টি আড়তে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার ড্রাগন ফল কেনাবেচা হচ্ছে। এখান থেকে ঢাকাসহ চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, রংপুরসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ফল সরবরাহ করা হয়।

স্থানীয় কৃষক আব্দুল হক বলেন, আগে ড্রাগন ফল বিক্রির জন্য দূরের বাজারে যেতে হতো। এখন গৌরীনাথপুরেই বড় বাজার হওয়ায় পরিবহন খরচ কমেছে এবং ন্যায্যমূল্যও পাচ্ছি।

আরেক কৃষক রবিউল ইসলাম বলেন, ড্রাগন চাষে খরচ তুলনামূলক কম, লাভও ভালো। বাজারে ক্রেতার অভাব নেই। তাই প্রতিবছরই বাগানের পরিধি বাড়াচ্ছি।

আড়তদার সাইদুর রহমান বলেন, মৌসুমের সময় প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ ড্রাগন ফল বাজারে আসে। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে পাইকাররা এখানে এসে সরাসরি ফল কিনে নিয়ে যান। কৃষকও ভালো দাম পান, আমরাও ব্যবসা করতে পারছি।

পাইকারি ব্যবসায়ী আব্দুর রহিম বলেন, গৌরীনাথপুরের ড্রাগনের মান ভালো হওয়ায় দেশের বাজারে এর চাহিদা অনেক বেশি। প্রতিদিন কয়েকটি ট্রাক ভর্তি ফল বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হচ্ছে।

এ ব্যাপারে মহেশপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইয়াসমিন সুলতানা বলেন, ড্রাগন ফলের নিরাপদ উৎপাদন নিশ্চিত করতে কৃষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কারিগরি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কোনো ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিকের অপব্যবহার যেন না হয়, সে বিষয়ে আমরা সার্বক্ষণিক নজরদারি করছি। পাশাপাশি গৌরীনাথপুর বাজারের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থাপনা এবং কৃষকদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতেও কৃষি বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে।

মেহেরপুর পৌরসভার ৬৬ কোটি টাকার বাজেট পেশ

মেহেরপুর পৌরসভার ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের জন্য ৬৬ কোটি টাকার প্রস্তাবিত বাজেট পেশ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার পৌর কালাচাঁদ মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত উন্মুক্ত বাজেট আলোচনা সভায় প্রশাসক তরিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে বাজেট পেশ করেন পৌরসভার হিসাব রক্ষক মহাদ্দেস হোসেন।

এসময় সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাঈদ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মেদ মোসলেহ উদ্দিন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক নাসিমা খাতুন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দুসহ পৌরসভার কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বাজেট বিবরণীতে জানা গেছে, রাজস্ব আয় ধরা হয়েছে ১৩ কোটি ৪৯ লাখ ৮৮ হাজার টাকা এবং ব্যয় ধরা হয়েছে ১৩ কোটি ২৬ লাখ ৬৮ হাজার টাকা। রাজস্ব উদ্বৃত্ত ধরা হয়েছে ২৩ লাখ টাকা। বাজেটের বাকিটা ধরা হয়েছে বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নয়ন খাত থেকে সম্ভাব্য আয় হিসেবে। তবে জলবায়ু খাতে কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি এবারের বাজেটে।

মেহেরপুরে ভোটকেন্দ্র সংস্কারের কোটি টাকার বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সংস্কারের জন্য বরাদ্দ হওয়া লক্ষ লক্ষ টাকার সরকারি অর্থ অপব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে মেহেরপুরে। বিদ্যালয় সংস্কারের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হলেও বহু ক্ষেত্রে সেই অর্থ কাগজে-কলমে খরচ দেখানো হয়েছে চেয়ার-টেবিল ও আসবাবপত্র কেনার খাতে। কোথাও আবার পুরোনো আসবাব নতুন বলে দেখিয়ে বিল পাস করানোর অভিযোগও সামনে এসেছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের নথি অনুযায়ী, গাংনী উপজেলার ৪২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ভোটকেন্দ্র হিসেবে সংস্কারের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয় ৫৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা। অন্যদিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার ৩০টি বিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ৯ লাখ ৪৪ হাজার টাকা। বরাদ্দ বণ্টনে বৈষম্যের অভিযোগও তুলেছেন একাধিক শিক্ষক। মুজিবনগর উপজেলার একটি ভোটকেন্দ্র বিদ্যালয়ও কোনো বরাদ্দ পায়নি বলে জানা গেছে।

গাংনী উপজেলার বাশবাড়িয়া ইউনিয়নের এক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পরিচয় গোপন রাখার শর্তে দাবি করেন, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ ছিল ভোটকেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সংস্কার করা। কিন্তু বাস্তবে অনেক বিদ্যালয়েই সেই অর্থ অন্য খাতে ব্যয় করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, বরাদ্দ পাওয়া দেড় লাখ টাকার বিল অনুমোদনের জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত দাবি করা হয়েছিল। টাকা না দেওয়ায় বিল অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রতারও অভিযোগ তুলেছেন তিনি।

গাংনীর সাহারবাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি ওয়াল থাকার পরও ওয়ালের ওপর এক ফুট করে ওয়াল দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শিক্ষকদের জন্য চেয়ার ও অন্যান্য আসবাবপত্র ক্রয় দেখানো হয়েছে,

যা নীতিমালার বহির্ভূত। ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মখলেসুর রহমান জানান, উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নির্দেশক্রমে কাজ হয়েছে।

গাংনী উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবদুর রশিদ অবশ্য স্বীকার করেছেন, ভোটকেন্দ্র সংস্কারের জন্য অর্থ বরাদ্দ এসেছিল। তবে তাঁর দাবি, সেই অর্থ বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় অন্যান্য খাতেই ব্যয় করা হয়েছে।

ঘটনাকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে প্রশাসনিক স্তরের অসংগতি। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গাংনীর সহকারী রিটার্নিং অফিসার আনোয়ার হোসেন জানান, ভোটকেন্দ্র সংস্কারের বিষয়টি তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকার কথা থাকলেও তাঁকে এ বিষয়ে অবহিতই করা হয়নি। তিনি বলেন, বরাদ্দের অর্থ কোন খাতে এবং কীভাবে ব্যয় হয়েছে, তার হিসাব চেয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও সেই চিঠির কোনো উত্তর মেলেনি।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র অভিযোগ করেন, ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য বিদ্যালয় সংস্কারের বরাদ্দে বৈষম্য হয়েছে। গাংনীর ভোটকেন্দ্রগুলো সদর উপজেলার তুলনায় চার থেকে পাঁচ গুণ বেশি বরাদ্দ পেয়েছে। মুজিবনগরে কোনো বরাদ্দ আসেনি। বরাদ্দ দিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সরকারি অর্থ ব্যয়ের স্বচ্ছতা, ভোটকেন্দ্র সংস্কারের বাস্তব চিত্র এবং বরাদ্দ বণ্টনে বৈষম্যের অভিযোগ ঘিরে এখন প্রশ্ন উঠছে মেহেরপুরের শিক্ষা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। স্থানীয় মহলের দাবি, বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

প্রশাসনের একাংশের মতে, ভোটকেন্দ্র সংস্কারের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যয় না হলে নির্বাচন-পূর্ব প্রস্তুতির মান নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। কারণ ভোটগ্রহণের পরিবেশ উন্নত করা এবং ভোটারদের জন্য নিরাপদ ও উপযোগী কেন্দ্র নিশ্চিত করতেই এই বরাদ্দ দেওয়া হয়। অথচ সেই অর্থ যদি অন্য খাতে ব্যয় করা হয় বা কাগজে-কলমে কাজ দেখিয়ে বিল উত্তোলন করা হয়, তবে তা সরকারি নীতিমালার পরিপন্থী হওয়ার পাশাপাশি জনআস্থার ক্ষেত্রেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষাবিদ বলেছেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ নির্বাচন শুধু জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের প্রক্রিয়াই নয়, রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণের অন্যতম প্রধান

সাংবিধানিক আয়োজন। এই নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরাই জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে আইন প্রণয়ন ও সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করেন। সেই নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত করা ভোটকেন্দ্র সংস্কারের বরাদ্দ নিয়েই যখন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে, তখন তা শুধু সরকারি অর্থ অপচয়ের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং নির্বাচনী ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও প্রশাসনিক সততার ওপরও প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করে।

দর্শনায় সোয়া কোটি টাকার স্বর্ণের বারসহ ছাত্রলীগ নেতা আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় চোরাচালানবিরোধী অভিযান চালিয়ে ৬০০ গ্রাম স্বর্ণের বারসহ বাপ্পী (২৭) নামে এক ছাত্রলীগ নেতাকে আটক করেছে বিজিবি। গতকাল রোববার দুপুর ২টার দিকে ডুগডুগি কলোনিপাড়া এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক বাপ্পী দর্শনা থানার পুরাতন বাজার এলাকার মৃত আবু সিদ্দিকীর ছেলে এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত দর্শনা কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক।

বিজিবি সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি)-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসানের নেতৃত্বে দর্শনা বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডুগডুগি কলোনিপাড়া এলাকায় অবস্থান নেয়। এ সময় একটি মোটরসাইকেলের গতিরোধ করলে বাপ্পী মোটরসাইকেল ফেলে পালানোর চেষ্টা করেন। পরে তাকে আটক করে দেহ তল্লাশি চালিয়ে ৫টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার হওয়া স্বর্ণের বারের আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ২১ লাখ ৩৮ হাজার টাকা।

আটক বাপ্পী প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানান, স্বর্ণের বারগুলো ভারতে পাচারের উদ্দেশ্যে সীমান্ত এলাকায় নেওয়া হচ্ছিল।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হবে

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ বলেছেন, পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা সম্ভব। এ ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প এলাকার সামগ্রিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার গোস্বামী দুর্গাপুর ইউনিয়নের করিমপুর গ্রামে প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮ কিলোমিটার খাল খনন কাজের উদ্বোধন শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, খাল খনন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধান হবে এবং কৃষিজমিতে সেচ সুবিধা নিশ্চিত হবে। এর ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং স্থানীয় মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

জ্বালানি তেলের সংকট নেই উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, দেশে বর্তমানে জ্বালানি তেলের কোনো সংকট নেই। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে। এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে কঠোর নজরদারির নির্দেশ দেন তিনি।

তিনি বলেন, বৈশ্বিক পরিস্থিতি ও চলমান যুদ্ধের কারণে বিশ্ববাজারে তেলের দাম বৃদ্ধি পেলেও সরকার এখনও দেশের ভেতরে সরবরাহ স্বাভাবিক

রাখার চেষ্টা করছে। আমাদের চাষিরা যাতে নিরবচ্ছিন্ন ডিজেল ও বিদ্যুৎ পায়, সে বিষয়ে সরকার তৎপর রয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মো. এনায়েত উল্লাহ, জেলা পরিষদের প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন, জেলা প্রশাসক মো. তৌহিদ বিন-হাসান, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কুতুবউদ্দিন আহমেদ, সদস্য সচিব প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকার, পানি উন্নয়ন বোর্ড কুষ্টিয়ার নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রাশিদুর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

স্থানীয়দের প্রত্যাশা, দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলে এলাকার দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ লাঘব হবে এবং কৃষকদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে।

বহিস্কৃত এএসআই রুবেল-ইমা দম্পত্তির ভয়াবহ প্রতারণা!

ভয়ঙ্কর এক প্রতারক দম্পত্তির ফাঁদে পড়ে নি:স্ব প্রায় দেড় শতাধিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যেক্তা । পুলিশ লাইনের রেশনের ব্যবসা ও ব্যবসায় টাকা খাটিয়ে লাভ দেওয়ার প্রলোভন দিয়ে প্রায় এক বছর ধরে কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে প্রতারক দম্পত্তি রুবেল শেখ ও তানিশা ইয়াসমিন ইমা। রুবেল শেখ পুলিশের এএসআই পদমযর্যাদার কর্মকর্তা ছিলেন। প্রথম স্ত্রীর মামলায় তিনি বহিস্কৃত হয়েছেন। মেহেরপুর শহরের পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়ায় তাদের বসবাস।

তাদের এ কর্মকাণ্ডে সহযোগীতা করেছেন সুমন হোসেন নামের পুলিশের এসআই পদমযর্যাদার এক কর্মকর্তা, স্থানীয় যুবলীগ নেত্রী হাসিনা খাতুন ও ইমার মা মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের স্টাফ আয়েশা খাতুন। ভুক্তভোগীরা থানায় গিয়েও কোন সুফল পাচ্ছেন না। প্রতারক এ চক্রটি ভুক্তভোগীদের হুমকি-ধামকি দিয়ে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, মেহেরপুর শহরের পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়ায় পুলিশ লাইনের রেশন সামগ্রীর নামে সয়াবিন তেল, চাল, চিনি ও ডাল সরবরাহের ব্যবসা দেখিয়ে সাধারণ মানুষ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকার বেশি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে সাসপেন্ড হওয়া পুলিশ কর্মকর্তা এএসআই রুবেল ও তার স্ত্রী তানিশা ইয়াসমিন ইমার বিরুদ্ধে। প্রথমে স্বল্প মূল্যে পণ্য সরবরাহ করে আস্থা অর্জন করলেও পরবর্তীতে হঠাৎ সব ধরনের পণ্য দেওয়া বন্ধ করে দেন তারা। তবে শুধু পন্য সরবরাহ না, পাশাপাশি সুদের মাধ্যমে লাভ দেওয়ার নাম করেও অনেকের কাছে থেকে টাকা নিয়েছেন বলে নাম প্রকাশ না করার সূত্রে কয়েকজন জানিয়েছেন।

ভুক্তভোগীরা জানান, অন্তত দেড়শো মানুষ তাদের কাছে বিভিন্ন অঙ্কের টাকা পাওনা। ক্তভোগীদের অভিযোগ প্রায় ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এ চক্রটি।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল সোমবার বিকালে পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়ায় গিয়ে জানা গেছে প্রতারক দম্পত্তির ভয়ঙ্কর প্রতারণা গল্প।

পাবনা থেকে এসে মেহেরপুরে দর্জির কাজ করা শিউলী খাতুন জানান, অগ্রিম দেওয়া ১৭ লাখ ৩০ হাজার টাকা এখনো পাননি। তিনি অভিযোগ করেন, ইমা শেলী ঘনিষ্ঠতার সুযোগে তার গলার চেইন ও কানের দুল নেন, যা ফেরত দেয়নি। ২ লাখ ২০ হাজার টাকার একটি চেক দিলেও সেখানে চালাকির আশ্রয় নিয়ে নিজের নামে চেক লিখে দিয়েছেন তানিশা ইয়াসমিন। এছাড়া সাদা কাগচে ১২লাখ ৩২ হাজার টাকার হিসাব করে সেখানে সাক্ষর করে দিয়েছেন। পরবর্তীতে টাকা চাইতে গেলে ইমা, তার মা ও সহযোগী হাসিনা মিলে তাকে মারধর করেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

শেলীর স্বামী মো. শফিউল আলম জানান, তার স্ত্রী তেল কিনলে তিনি দোকানে বিক্রি করতেন। পরে অগ্রিম টাকা নেওয়ার পর পণ্য দেওয়া বন্ধ করেন ইমারা। এ বিষয়ে সেনাবাহিনী জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা টাকা ফেরতের আশ্বাস দিলেও পরে আর দেননি। থানায় অভিযোগ করেও সমাধান মেলেনি বলে দাবি তার।

স্টেডিয়াম পাড়ার নারী উদ্যোক্তা রেহানা খাতুন বলেন, ‘আমি একজন উদ্যোক্তা। ফেসবুক পেজের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে ১৭ টি আইটেমের ব্যবসা করে আসছি। পেয়াদা পাড়ার হাসিনার কথাতে আমি আমার ব্যবসাতে সয়াবিন তেল সংযুক্ত করি। হাসিনার মাধ্যমে ইমা, এএসআই রুবেল এবং

আয়েশা খাতুন আমার সাথে যোগাযোগ করে এবং বলে আমাদের ট্রেড লাইসেন্স আছে, এই লাইসেন্স দিয়ে আমরা পুলিশ লাইনে রেশনের মালামালের ব্যবসা করি। তাদের এই কথাতে আমি তাদের সাথে তেলের ব্যবসায় রাজি হই। এরপর তাদের আমি অর্ডার বাবদ অগ্রিম টাকা দিই। এরপর তারা আমাকে ৬ বার তেল সরবরাহ করে। তাদেরকে সবসময়ই অর্ডারের টাকা অগ্রিম পরিষদ করতে হতো। এক পর্যায়ে আমি তাদেরকে চারটা অর্ডার দিই। ১ লাখ ৫৬ হাজার করে তিনটা অর্ডার এবং ৮৪ হাজারের একটা অর্ডার। সব মিলিয়ে ৬ লাখ ৮৪ হাজার টাকা পাওয়না রয়েছে। শেষ অর্ডার দেয়ার পর থেকে সাত মাস যাবত আমাকে ঘুরাচ্ছে। আমাকে তেলও দেয় না আবার টাকাও ফেরত দেয় না। আমি বাজার কমিটিতে একটি অভিযোগ করেছি বাজার কমিটি আমাকে একটি প্রত্যয়ন পত্র দিয়েছে। আমি মেহেরপুর সদর থানাতেও একটা অভিযোগ করেছিলাম সেখানে সালিশে তারা টাকা পয়সার ব্যাপারটা স্বীকার করলেও দিতে অস্বীকৃতি জানায়। সেসময় এসআই অমিত কুমর আমাকে স্বৈরাচারের দোসর আখ্যায়িত করে বলেন ১৭ বছর তো অনেক কামিয়েছেন, আপনার এই টাকা না নিলেই বা কি হবে। এরপর আমি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিলুর রহমান খানের কাছে যাই। তিনি আমাকে আদালতে মামলা করার পরামর্শ দিয়েছেন। আমি মামলা করার প্রক্রিয়ার দিকে আগাচ্ছি।

এলাকার নারী উদ্যোক্তা আসমানি খাতুন জানান, রেশনের তেল সরবরাহের নামে দেড় লাখ টাকা নিলেও এক বছরেও কোনো মালামাল পাননি। নাম প্রকাশ না করা অনেকে দাবি করেন, কেউ দুই লাখ, কেউ পাঁচ লাখ, কেউবা বিশ লাখ পর্যন্ত দিয়েছেন। প্রথমে সরবরাহ দিলেও সাম্প্রতিক মাসগুলোতে পুরোপুরি বন্ধ।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী শিমুল খান জানান, পুলিশের রেশন সামগ্রী সরবরাহের কথা বলে অগ্রিম দুই লাখ টাকা নেওয়া হয় আট মাস আগে, যা আর ফেরত পাওয়া যায়নি।

এ ঘটনায় স্থানীয়ভাবে সালিশ ও আলোচনার পাশাপাশি সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের পরও ভুক্তভোগীরা টাকা ফেরত পাননি। অভিযোগ রয়েছে, গণমাধ্যমে কথা বলায় সোমবার রাত ৯টার দিকে ইমা শেলী প্রতিবেশীর বাড়ির গেটে গিয়ে প্রকাশ্যে গালাগাল ও হুমকি দেন।

রিকশাচালক রুবেল, যিনি দীর্ঘদিন তাদের হয়ে পণ্য সরবরাহ করতেন, বলেন এক মাসেরও বেশি সময় ধরে এই ব্যবসা বন্ধ। ইমা ও রুবেলের নির্দেশেই সব করা হতো বলে জানান তিনি।

অভিযোগ সম্পর্কে জানতে যোগাযোগ করা হলে এসআই সুমন জানান, রুবেলের সঙ্গে চাকরি সূত্রে পরিচয় থাকলেও ব্যবসার সঙ্গে তার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। তবে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ এস আই সুমনকে ডিও স্যার সাজিয়ে তারা এ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এস আই সুমনও ভুক্তভোগীদের বাড়িতে গিয়ে টাকা দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেছে। ভুক্তভোগীদের সাথে এসআই সুমনের এসকল কল রেকর্ড প্রতিবেদকের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে।

তবে মূল অভিযুক্ত তানিশা ইয়াসমিন ইমাকে ফোন পাওয়া যায়নি। তবে প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলার সময়ে চাকরিচ্যুত এএস আই রুবেল শেখ প্রথমে প্রতারণার অভিযোগ অস্বীকার করলেও পরে বিভিন্নজনের কাছে ঋণ থাকার কথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, আমি টাকার সমস্যা থাকায় বিভিন্ন জনের কাছে থেকে সুদের বিনিময়ে টাকা নিয়েছি। সুদের বিনিময়ে টাকা নিয়েছেন তো, তেল চিনি কিভাবে দিলেন এমন প্রশ্নের উত্তর তিনি এড়িয়ে যান। শেষে তিনি প্রতিবেদককে তার সাথে দেখা করে চা খাওয়া ও গল্প করার প্রস্তাবও দেন।

তবে, হাসিনা খাতুন টাকা নেওয়া ও তাদের সাথে জড়িত থাকার কথা এ প্রতিবেদকের কাছে প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে প্রতিবেদকের কাছে ফোন দিয়ে পুরো পরিচয় জানতে চেয়ে হুমকি দেন।

ভুক্তভোগীরা হাসিনা খাতুনের বিষয়ে অভিযোগ করে বলেন, তার ইসলামি ব্যাংকের একাউন্টে লেনদেনের মাধ্যমে এ ব্যবসা পরিচালনা করতো ইমা ও রুবেল। হাসিনা সাবেক মেয়রের বাসায় কাজ করতো। তার একাউন্টের হিসাব দেখলে বুঝা যাবে টাকার উৎস কি।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেজবাহ উদ্দিন বলেন, বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ এসেছে। প্রায় কোটির টাকা কিছু অভিযোগের কথা শুনেছি। লিখিত অভিযোগ দিলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখনো কেউ আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করেনি বলে জানান তিনি।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, একই কৌশলে শহর ও আশপাশের বহু মানুষ প্রতারণার শিকার হয়েছেন। পুলিশ লাইনের নাম ব্যবহার করে প্রভাব বিস্তার করে ভুক্তভোগীদের বিভ্রান্ত করা হয়েছে। অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও এখনো কার্যকর ব্যবস্থা দেখা যায়নি।

সাধারণ মানুষ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা দ্রুত তদন্ত করে এ চক্রের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করছেন। স্থানীয়দের অভিযোগ—পুলিশ সদস্যের নাম

জড়ানো থাকায় কেউই প্রথমে সন্দেহ করেননি। এখন পুরো এলাকা অর্থনৈতিক ক্ষতির ঝুঁকিতে পড়েছে বলে জানান তারা।

তেরাইল-জোড়পুকুরিয়া কলেজে শিক্ষক নিয়োগের কোটি টাকা লুটপাটের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেরাইলে ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় তেরাইল-জোড়পুকুরিয়া কলেজ (বর্তমান বঙ্গবন্ধু কলেজ) নামের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কলেজটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাজনৈতিক পালাবদলের সাথে সাথে কলেজ ব্যবস্থাপনা পরিষদেও পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষার মান বৃদ্ধির থেকে ব্যক্তি মতাদর্শের মান বাড়াতে ব্যস্ত সময় পার করেছেন কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ। ধারাবাহিক প্রতিবেদনের আজ পড়ুন ১ম পর্ব।

সরেজমিন ও বিভিন্ন অভিযোগের মাধ্যমে জানা গেছে, ২০২১ সালে কলেজের অধ্যক্ষ গোলাম মোস্তফার মৃত্যুও পর থেকে অনিয়ম আর দুর্নীতি ভরে গেছে কলেজটিতে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিধিকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে ব্যবস্থাপনা পরিষদের সভাপতির মন মত চালানো হয়েছে কলেজটিকে। গোলাম মোস্তফার মৃত্যুর পর আওয়ামী দলীয় প্রভাষক মাসুম উল হক মিন্টুকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেন তৎকালীন সভাপতি বামন্দি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি শহিদুল ইসলাম। ৫ জন সিনিয়র শিক্ষককে বাদ দিয়ে ৬ নম্বর সিনিয়র শিক্ষক মাসুম উল হককে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এর পর থেকে শুরু হয় নানা দুর্নীতি ও অনিয়ম।

কলেজের উন্নয়নের নামে গভর্ণিং বডির সিদ্ধান্ত মোতাবেক শিক্ষক ও বিভিন্ন স্টাফদের নিয়োগ দিয়ে ৮১ লাখ ৩০ হাজার টাকা উত্তোলন করা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। এর মধ্যে সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাসুম উল হক ৪৯ লাখ ৩০ হাজার, প্রয়াত অধ্যক্ষ গোলাম মোস্তফা ৩ লাখ ৫০ হাজার, সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম ৫লাখ এবং সাবেক এমপি

সাহিদুজ্জামান ২৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা উত্তোলন করেছেন। সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাসুম উল হকের কাছে থাকা ৪৯ লাখ ৩০ হাজারের মধ্যে সাবেক এমপি সাহিদুজ্জামান ১৬ লাখ, সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম ১২ লাখ টাকা নিয়েছে। এছাড়া ২০ লাখ টাকা দিয়ে ৪৫ শতক জমি কিনেছেন।

৫ আগষ্ট সরকার পালাবদলের পর কলেজটিতেও পালাবদল শুরু হয়। সাবেক অধ্যক্ষ মাসুম উল হককে সরিয়ে সেখানে দায়িত্ব দেওয়া হয় জিনারুল ইসলামকে। তিনিও ৭ নম্বর সিনিয়র শিক্ষক। এ নিয়েও সিনিয়র ৫ শিক্ষকের মধ্যে চাপা ক্ষোভ রয়েছে।
মাসুম উল হক অপসারণ হওয়ার পর কলেজের দুর্নীতি নিয়ে বিভিন্ন খবর ছড়াতে থাকে। শিক্ষক ও স্টাফদের নিয়োগ বাণিজ্য, শিক্ষকদের টিউশন ফিস আত্মসাৎ, সঞ্চয় আত্মসাৎ, অন্যদের জমি দখল নিয়ে কলেজের গেট ও প্রাচির নির্মাণ, কলেজের টাকা দিয়ে সাবেক এমপির স্ত্রীর নামে জমি কিনে দেওয়া, এবং জৌষ্ঠতা লঙ্ঘন করে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিয়োগ নেওয়া নিয়ে কলেজটিতে চলছে নানা গুঞ্জন।

কলেজের শিক্ষকদের নিয়োগ বাণিজ্যের একটি তালিকা ইতোমধ্যে বর্তমান কমিটি ও গণমাধ্যম কর্মীদের কাছে পৌছে দেওয়া হয়েছে। তালিকায় দেখা গেছে, মাসুম উল হক সহ কলেজের সাবেক দুই সভাপতি ও প্রয়াত অধ্যক্ষ ৮১ লাখ ৩০ হাজার টাকার লেনদেন করেছেন। এর পুরো টাকা তারা তছরুপ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

এতে দেখা গেছে, সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলামের কাছে ভুগোল বিভাগের প্রভাষক সাইফুল ইসলাম ২ লাখ টাকা, পদার্থবিজ্ঞানের প্রভাষক রবিউল ইসলাম ৩ লাখ টাকা, সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি সাহিদুজ্জামানের কাছে বাংলার প্রভাষক অপর্ণা হক সাড়ে ৬ লাখ টাকা, পরিসংখ্যানের প্রভাষক সুজা উদ্দৌলা ১৫ লাখ টাকা, ল্যাব সহকারী শিমুল হোসেন ২ লাখ টাকা, সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাসুম উল হকের কাছে ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক শুকচাঁদ আলী ৪ লাখ টাকা, ইংরেজির প্রভাষক মোকছেদুর রহমান ১২ লাখ টাকা, প্রধান লাইব্রেরিয়ান হোসনেয়ারা খাতুন ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা, কম্পিউটার অপারেটর পিংকি আখতার ১০ লাখ, ল্যাব সহকারী জান্নাতুল নাইম ১০ লাখ টাকা, আবু সাইদ ৮ লাখ টাকা, পরিচ্ছন্নতাকর্মী শ্রী পারু ৮০ হাজার টাকা, প্রয়াত অধ্যক্ষ গোলাম মোস্তফাকে সাচিবিক বিদ্যার প্রভাষক মিজানুর রহমান ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা, হিসাববিজ্ঞানের প্রভাষক নাজমুল হুদা ২ লাখ টাকা দিয়ে নিয়োগ নিয়েছেন।

শিক্ষকরা অভিযোগ করে বলেন, সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাসুম উল হক ২০২১ সালে থেকে ২০২৪ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রাপ্ত ৬লাখ ৯৬ হাজার টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেছেন। এই অর্থ শিক্ষকদের প্রাপ্য হলেও কোন শিক্ষককে এ অর্থ দেওয়া হয়নি। এছাড়া মেহেরপুর রুপালী ব্যাংক শাখায় কলেজের নামে একটি এফডিআর ছিলো ২ লাখ টাকার। যেটি সুদে আসলে ৫লাখ ৩৭ হাজার টাকা হয়েছিলো। গত জুন মাসে সেই টাকা উত্তোলন করে সাবেক সভাপতি শদিুল ইসলাম ও সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাসুম উল হক সুদের ৩ লাখ ৩৭ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছেন। বাকি দুই লাখ টাকা দিয়ে পুনরায় কলেজের নামে এফডিআর করেছেন। শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবসহ দুটি কম্পিউটার ল্যাবে ৬৪টি ল্যাপটপ ও ডেস্কটপ কম্পিউটার বরাদ্দ দেওয়া হয়। কিন্তু বরাদ্দ পাওয়ার সময় অনেকগুলো ল্যাপটপ সরিয়ে রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে।

বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জিনারুল ইসলাম বলেন, সাবেক অধ্যক্ষ তার ভাগ্নের বেতন করে দেওয়ায় জাহিদুজ্জামানের টা করেননি। জাহিদুজ্জামানের সাথে প্রতারণা করা হয়েছে। আমরা জাহিদুজ্জামানের বেতনের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। কলেজের বর্তমান গভর্ণিং বডির সভাপতি জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, ৮১ লাখ টাকার লিখিত দুর্নীতির কথা আমরা জানতে পেরেছি। এছাড়াও কলেজের টাকা দিয়ে সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি সাহিদুজ্জামানের স্ত্রী লাইলা আরজুমান বানুর নামে ৪২ শতক জমি কিনে দেওয়া হয়েছে বলেও জানতে পেরেছি। এ ব্যাপারে সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ একটি লিখিত হিসাব দিয়েছেন। আমরা এলাকার গণ্যমান্য মানুষদেও নিয়ে এসব দুর্নীতি হিসাব চাইবো। হিসাব না দিতে পারলে ইউএনও মহোদয়ের পরামশ নিয়ে আইননানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাসুম উল হক বলেন, সরকার পালাবদলে পর গত ১৪ আগষ্ট দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছি। চাপ দিয়ে ৪৯ লাখ টাকার একটি হিসাব করে তারা আমার স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছে। সারা বাংলাদেশের বেসরকারি কলেজে যেভাবে চলে আমিও সেভাবেই চালিয়েছি। কলেজ গভর্ণিং বডির সভাপতি ছিলে সাবেক এমপির স্ত্রী লাইলা আরজুমান বানু। তবে সাবেক এমপিই চালাতেন। তিনি যেভাবে চালিয়েছেন সেভাবেই চলতে হয়েছে। কলেজের টাকা দিয়ে এমপির স্ত্রীর নামে জমি কিনে দেওয়ার বিষয়ে তিনি কিছূ জানেন না।
জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও কলেজ গভর্ণিং বডির সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম বলেন, কোন ধরণের দুর্নীতি ও অনিয়মের সাথে আমার

সম্পৃক্ততা নেই। যারা বলেছে তারা ঠিক বলেনি। আমি ২০১২ সালে একবার এবং কিছু দিন আগে আরেকবার সভাপতি হয়েছিলাম।

সরকার পরিবর্তনের পর সাবেক সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মো: সাহিদুজ্জামান আত্মগোপনে থাকায় তাঁর সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

ইতালি নেওয়ার নামে ৪ যুবকের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে কোটি টাকা

ভাল বেতন হবে, জীবন হবে উন্নত। কিন্তু একটু কষ্ট করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ৩ ঘন্টার পানি পথে ইতালি পৌছানো হবে। এ আশ্বাস দেন মানব পাচারকারী চক্রের সদস্য গাংনী উপজেলার শালদহ গ্রামের বজলুর রহমানের ছেলে ইতালি প্রবাসী টোকন।

অল্প টাকা খরচে ইতালি গিয়ে উন্নত জীবন যাপনের প্রত্যাশায় একই গ্রামের ৪ যুবক দেড় লাখ টাকা করে ৬ লাখ টাকা তুলে দেন ইতালি প্রবাসী টোকনের পরিবারের কাছে।

তবে, অপরাধ বিশ্লেষকরা বলছেন, লোভে পড়ে প্রতারিত হচ্ছেন মানুষ। আর সচেতনতার অভাবেই এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে বলে দাবি প্রশাসনের।

মানব পাচারকারী চক্রের সদস্য টোকন ভুয়া ভিসা দিয়ে ৪ যুবককে গত ৩০ জুন লিবিয়া নিয়ে একটি নির্জন কক্ষে প্রায় চার মাস আটক রেখে নির্মম নির্যাতন করে। ভিডিও কলে এই নির্যাতন দেখিয়ে ৪ যুবকের পরিবারের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে প্রায় ৯৬ লক্ষ টাকা। অভিযোগ প্রতারিত ওই চার যুবকের।

তাঁরা জানান, লিবিয়ার জনমানবহীন পাহাড়ের নির্জন স্থানে একটি গোডাউনে ৪ যুবককে আটক রেখে নির্যাতন করতো। নির্যাতনের চিত্র ভিডিও কলে পরিবারের লোকজনকে দিয়ে হুমকী দিয়ে দফায় দফায় হাতিয়ে

নিয়েছে এই টাকা। পরিবারের লোকজন ৪ যুবকের জীবন বাঁচাতে সহায় সম্বল বিক্রি ও এনজিও থেকে লোন করে তুলে দিয়েছে মানব পাচারকারী টোকনের পরিবারের কাছে।

ওই ৪ যুবকের কাছ থেকে প্রায় কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া আন্তর্জাতিক মানব পাচারকারী চক্রের হোতা ইতালি প্রবাসী টোকনের বিচার দাবি করেছেন ভুক্তভোগীসহ এলাকাবাসি।

ওই ৪ যুবকের কাছ থেকে পাসপোর্ট নিয়ে দেয়া হয় ইতালির ভিসা, এমনকি বিমানের টিকিটও অগ্রিম কাটা হয়। কিন্তু ইমিগ্রেশনে গিয়ে যুবকরা জানতে পারেন সবই ভুয়া। দালালদের প্রলোভনে পড়ে লাখ লাখ টাকা খুইয়ে সর্বস্বান্ত অনেক যুবক।

ইতালি প্রবাসি টোকন। ১০/১২ বছর আগেও ছিলেন সুদানে। পরে সেখান থেকে লিবিয়াতে যান। সেখান থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পানি পথে পাড়ি জমান ইতালিতে।

মুঠোফোনে কথা হয় তাঁর নিজ গ্রাম গাংনী উপজেলার শালদহ এলাকার খবির উদ্দীনের ছেলে স্বপন আলী, ইউসুব আলীর ছেলে কামরুজ্জামান, খলিলুর রহমানের ছেলে সামিউল্লাহ ও পার্শ্ববর্তি আলমডাঙ্গা উপজেলার বড়গাংনী গ্রামের মৃতু আনোয়ার হোসেনের ছেলে রফিকুল ইসলামের সঙ্গে।

ভুক্তভোগী স্বপন ও কামরুজ্জামান জানান, কোনো ঝামেলা ছাড়াই তাদের ইতালি পৌঁছে দেয়া হবে, এমন শর্তে টোকনের ভাই আনোয়ার হোসেন আনুর ছেলে আকাশের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৪ যুবকের ৬ লাখ টাকা। পাসপোর্টে দেয়ার পর তাঁরা ইতালির ভিসা, একই সঙ্গে কেটে দেই বিমানের টিকিটও।

গত ৩০ জুন ইতালির উদ্দেশে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে নিয়ে যান তাদের। বাংলাদেশ থেকে প্রথমে ভারতের চেন্নাই, তারপর শ্রীলংকা হয়ে দুবাই নিয়ে যায়। দুবাইয়ে একটি হোটেলে ৩ দিন রাখে। তারপর মিশর হয়ে নিয়ে যায় লিবিয়াতে। লিবিয়া একটি স্থানীয় বিমান বন্দরে আমাদের নামিয়ে দেন। সেখান থেকে গাড়িতে করে ৪ দিনের পথ পেরিয়ে নিয়ে যায় ত্রিপুর নামে একটি পাহাড় এলাকায়। নির্জন পাহাড়ের উপর একটি গোডাউনে পৌছে দেই আমাদের। ওই গোডউনে আমাদের মত আরও ৫০/৬০ জন অবস্থান করছেন। ওখানে গিয়েই জানতে পারলাম আমরা প্রতারণার শিকার হয়েছি। তিনি জানান, টাকার লেনদেন টোকনের বাড়িতে বসেই হয়।

ভুক্তভোগী স্বপন আলী বলেন, ‘আমাকে ইতালি পাঠানো হবে এ প্রলোভনে পড়ে আমি প্রতারিত হই। আগে বুঝতে পারিনি, তাহলে এই ফাঁদে পা দিতাম না। আমার কাছ থেকে ২৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা নিয়েছে টোকনের ভাইস্তে আকাশ। আমি আমার টাকা ফেরত চাই, আর এ দালালচক্রের বিচার চাই।’

আরেক ভুক্তভোগী কামরুজ্জামান। তিনি বলেন, ‘টোকনের প্রতারণার ফাঁদে পড়ে আমিসহ তিন যুবক সর্বস্বান্ত হয়েছি। কেউ সুদে টাকা এনে, কেউ এনজিও থেকে ঋণ এনে তাকে ৯৬ লাখ টাকা হাতে তুলে দিয়েছে এ প্রতারকদের। এখন ইতালিও নিতে পারছে না, টাকাও ফেরত দিচ্ছে না। এর একটা প্রতিকার দরকার। এ দালালদের বিচারও হওয়া দরকার। প্রশাসনের কাছে জোর দাবি, এই চক্রকে বিচারের মুখোমুখি করা হোক।’

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, টোকনের মূল পাটনার ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলার কামারডাঙ্গা গ্রামের ওহিদুর রহমান। তার এলাকায় তাঁকে রহমান নামে চেনে। এই চক্রের আরেক সদস্য ফরিদপুরের তৌহিদুল ইসলাম।

ভূক্তভোগীরা জানান, পানি পথে ইতালিতে নিয়ে যাওয়ার একটা আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্র কাজ করছে। বিমানবন্দর থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের লোক রয়েছেন। বিমানবন্দরে পৌছানোর সাথে সাথে তাদের লোকজন সব ঠিকঠাক করে দেন।
আন্তর্জাতিক সংস্থা “দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ” এর গাংনী এরিয়া সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দীন বলেন, লোভে পড়েই বার বার প্রতারিত হচ্ছেন এলাকার শত শত যুবক। এক্ষেত্রে মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। তবে, প্রশাসনের উচিৎ বিষয়গুলো নজরে এলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া।

এ বিষয়ে জানতে টোকনের বাড়িতে গিয়ে তাকে পাওয়া যায়নি। ওই চার যুবক দেশে ফেরার সাথে সাথে তাঁর স্ত্রী পালিয়ে গেছে বাবার বাড়ি। তবে, তার মা শাহিদা খাতুনের সাথে কথা হয়। তিনি বলেন, এই বাড়ি আমার। আমার ছেলে ওই চার যুবককে নিয়ে গেছে। তারা লিবিয়া থেকে জোর করেই ফিরে এসেছে। ফেরার আগে আমাদের কাছে লিখিত দিয়েছে তারা আইনগত কোনো ব্যবস্থা নেবেনা বলে। তবে, আরেক অভিযুক্ত টোকনের ভাইস্তে আকাশ পালিয়ে গেছে।

এলাকাবাসি জানান, টোকন এক সময় তার ভাইদের সাথে গাড়ি চালিয়ে জীবন ধারণ করলেও এখন সে গ্রামেই ডুপ্লেক্◌্র আলীশান বাড়ি তৈরী করেছে।

সরেজমিনে শালদহ গিয়ে দেখা গেছে, তার বাড়ির নাম দিয়েছেন “টোকন আলীশান বাড়ি”।

এদিকে প্রতারিত ওই ৪ যুবক আদালতে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

প্রশাসন বলছে, এমন ঘটনা থামাতে জনপ্রতিনিধিদের আন্তরিকতার পাশাপাশি প্রয়োজন পরিবারেরও সচেতনতা।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বনী ইসরাইল বলেন, ‘এমন ঘটনায় আদালতে দায়ের করা একাধিক মামলা তদন্ত করছে পুলিশ। এছাড়া, প্রত্যেকটি মামলা নিখুঁতভাবে তদন্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেছে। অনেকেই গ্রেফতারও হয়েছে। বেকার যুবকরা সচেতন হলে এসব প্রতারকের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। সচেতনতার বিকল্প কিছুই নেই।’